গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সংকলন ও সম্পাদনা:
আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
এনামুল হক খসরু, ট্রেনিং এ্যাসোসিয়েট
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৩

European Union

Empowered lives.
Resilient nations.

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউএনডিপি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০০৯ সাল থেকে বাস্তবায়িত এ প্রকল্প বর্তমানে দেশের ৬টি বিভাগের ১৪টি জেলায় ৩৫০টি ইউনিয়নে কাজ করছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে গ্রাম আদালত আইন ২০০৬-এর আলোকে গ্রাম আদালত কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির বিচার প্রাপ্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এতে করে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অল্প সময়ে কম খরচে ছোটোখাটো বিরোধের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার পেতে পারে।

গ্রাম আদালত কার্যকরীকরণের লক্ষ্যে গ্রাম আদালত আইন, বিধিমালা ও নথিপত্র সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের শুরু থেকেই বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তথাপি মাঠ পর্যায়ে এ বিষয়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য **'গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর'** সম্বলিত পুস্তিকা তৈরী করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, আদালত সহকারী, বিচারপ্রার্থীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের জন্য এ পুস্তিকাটি একটি সহজ ও সহায়ক নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর সম্বলিত পুস্তিকা সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইউএনডিপি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য।

(আবু আলম মোঃ শহিদ খান)
সচিব

অতিরিক্ত সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

কৃতজ্ঞতা

গ্রামীণ সাধারণ মানুষ, দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দোঁড়গোড়ায় বিচারিক সেবা পৌঁছুতে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে কতিপয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয় নিষ্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের ৯ মে অধ্যাদেশটি আইনে পরিনত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও টেকসই করতে স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০০৯ সাল থেকে অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। অবকাঠামোগত ও আর্থিক সীমাবদ্ধতাসহ বহুবিধ সমস্যার মধ্যেও গ্রাম আদালত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ মীমাংসা স্থানীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

গ্রাম আদালতকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে গ্রাম আদালত আইন, বিধিমালা ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা, সচেতনতা এবং দক্ষতার সীমাবদ্ধতা। এ সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশাকে বিবেচনায় রেখে প্রকল্প কর্তৃক **'গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর'** সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এ পুস্তিকাটি সংকলণ, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে বইটি সংকলণ ও সম্পাদনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব, আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের এবং প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সহযোগী এনামুল হককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পুস্তিকাটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জনাব আবু আলম মো: শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ তার কর্মব্যস্ততার মাঝে পুস্তিকাটির মুখবন্ধ রচনা করেছেন এজন্য তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশেষে গ্রাম আদালতকে কার্যকরী করতে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ পুস্তিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

(কে এম মোজাম্মেল হক)

ভূমিকা

পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য

এ পুস্তিকাটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে-

গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে একটি কার্যকর গ্রাম আদালত ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের নিকট বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা।

এ পুস্তিকাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

১. গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন যা কার্যকরভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২. গ্রাম আদালতের বিচার কাজে জড়িত ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের গ্রাম আদালত আইন, বিধিমালা, বিচার পরিচালনা পদ্ধতি, নথিপত্র এবং গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে বা কোন সমস্যা দেখা দিলে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিক স্বচ্ছ ও কার্যকর ধারণা সৃষ্টি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

৩. গ্রাম আদালতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দক্ষতার সাথে গ্রাম আদালত পরিচালনা করতে পারবেন।

যাদের জন্য এ পুস্তিকা

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, গ্রাম আদালতের স্থানীয় প্রতিনিধিসহ গ্রাম আদালতসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের জন্য সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে এটি ব্যবহৃত হবে। গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে এটি ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে সরকারী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে এ পুস্তিকাটি ব্যবহার করা যাবে।

পুস্তিকার বিষয়বস্তু

এ পুস্তিকায় গ্রাম আদালত-এর সাথে সম্পর্কিত মৌলিক ধারনা, আইন-বিধি ও ব্যবহারিক দিক এ তিনটি উপাদানকে কেন্দ্র করে খুঁটিনাটি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে কার্যকরভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে বা কোন সমস্যা দেখা দিলে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিক স্বচ্ছ ও কার্যকর ধারণা পেতে পারেন।

পুস্তিকাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

পরিশেষে, গ্রাম আদালতের প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পুস্তিকাটিতে গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। যেহেতু প্রশ্নোত্তরসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে বিষয় ভিত্তিক সন্নিবেশ করা হয়নি সেহেতু পুস্তিকাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে অধিক যত্নশীল হতে হবে।

গ্রাম আদালত সম্পর্কিত কাজ করতে গিয়ে যে সকল আইনগত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে সে সকল প্রশ্নসমূহ এবং এর সম্ভাব্য সমাধান

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
১.	আবেদন করার দিন উভয়পক্ষ হাজির হয়ে মামলা নিষ্পত্তি করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে করণীয় কি?	বিধি ৩৩ অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে এবং আদেশনামায় তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। আদেশনামায় এভাবে লেখা যায়, "প্রতিবাদী হাজির হয়ে আবেদনকারীর দাবী বা বিবাদ স্বীকার করেছে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে উক্ত দাবী পূরণ করেছে। এ বিষয়ে মামলা পরিচালনার আবশ্যকতা নেই, তাই বিষয়টি নিষ্পত্তি বলে গণ্য করা হোক।"
২.	টাকা পাবে ৪০,০০০/- সেক্ষেত্রে টাকা দুইভাগে ভাগ করে পৃথক পৃথক ২টি মামলা করা যাবে কিনা?	এটা গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভূক্ত নয় তাই গ্রাম আদালতে মামলা করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আবেদনকারী এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে মামলা করার জন্য জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির মাধ্যমে সরকারী আইনগত সহায়তা নিতে পারবেন।
৩.	একই বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাদী গ্রাম আদালতে এবং প্রতিবাদী থানায় পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে ফৌজদারী আদালত থেকে মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?	গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলাটি ফৌজদারী আদালত থেকে প্রেরিত মামলার পূর্বে নিষ্পত্তি হলে পরের মামলাটি অর্থাৎ ফৌজদারী আদালত থেকে প্রেরিত মামলাটি নিষ্পত্তি করা যাবে না [ধারা ৮ (৪)]। যদি গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই ফৌজদারী আদালত থেকে অপর মামলাটি প্রেরিত হয় তবুও ফৌজদারী আদালত থেকে প্রেরিত মামলাটি নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন হবে না (ধারা ৩)।
৪.	উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলার ফিস নেয়া যাবে কিনা?	উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলা একটি নতুন মামলা হিসেবে রেজিস্ট্রিভূক্ত হবে তাই ফিস নেয়া যাবে।
৫.	উচ্চ আদালত হতে প্রেরিত মামলার ক্ষতিপূরণের দাবি ৭০,০০০/- হাজার টাকা এবং প্রতিবাদী ৩৬ জন হলে করনীয় কি?	মামলাটি গ্রাম আদালতের বিচারিক এখতিয়ার বহির্ভূত বিধায় গ্রাম আদালতে বিচার্য হবে না (ধারা ৭)।
৬.	কোন কোম্পানী/সংস্থার বিরূদ্ধে মামলা করা যাবে কিনা (এনজিও-ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত) এবং কোন কোম্পানি বা এনজিও গ্রাম আদালতে মামলা করতে পারবে কি না?	কোম্পানী বা এনজিও যেহেতু লিগ্যাল পারসন আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয় সেহেতু কোম্পানী বা এনজিওর বিরূদ্ধে মামলা করা যাবে এবং এনজিও বা কোম্পানীও গ্রাম আদালতে মামলা করতে পারবে। তবে যে ইউনিয়নে বিরোধের উদ্ভব হবে কোম্পানী বা এনজিওর অফিস ঐ ইউনিয়নে থাকতে হবে অথবা ভিন্ন ইউনিয়নে থাকলে যে ইউনিয়নে বিরোধের উদ্ভব হবে ঐ ইউনিয়নে মামলা করা যাবে (ধারা ৬)।
৭.	স্থাবর সম্পত্তির বেদখলের মামলার ক্ষেত্রে করণীয় কি?	স্থাবর সম্পত্তি হতে ১ বৎসরের মধ্যে বেদখলের বিষয়টি আবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে। বেদখলকৃত সম্পত্তির মূল্য ২৫,০০০/= টাকার মধ্যে হতে হবে। এই সময়সীমা এবং অর্থ সীমার মধ্যে হলে গ্রাম আদালতে বিচার করা যাবে।
৮.	যে ঘটনা থেকে মামলার বিরোধের উদ্ভব হয়েছে উহা ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় প্রকৃতির হলে মামলাটি কোন শ্রেণীভূক্ত হবে?	সে ক্ষেত্রে ৪ টাকা ফি নিয়ে মামলাটি দেওয়ানী মামলা হিসেবে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
৯.	কোন ঘটনাস্থল পৌরসভার শেষ সীমান্তে এবং আবেদনকারী পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের বাসিন্দা হলে ঐ মামলার বিচার কি গ্রাম আদালতে হবে?	ঘটনাস্থল কোন ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন এলাকায় নয় বিধায় এরুপ মামলার বিচার গ্রাম আদালতে হবে না (ধারা ৬)।
১০.	একাধিক প্রতিবাদী ভিন্ন ঠিকানার হলে আবেদন ফরমে তাদের নাম ঠিকানা লিখতে করণীয় কি?	নাম ও ঠিকানা লিখতে হবে। প্রয়োজনে উল্টো পৃষ্ঠায় লেখা যেতে পারে অথবা একাধিক কাগজ ব্যবহার করা যাবে।
১১.	আবেদন ফরমে সাক্ষীর তথ্যাদি কোথায় লেখা হবে?	সাক্ষীর তথ্যাদি পৃথক কলামে লেখার প্রয়োজন নেই। তবে প্রয়োজন হলে আবেদনের ভিতরে লেখা যেতে পারে। আবেদন কোন সুনির্দিষ্ট ফরমে হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে আবেদনে যে সকল তথ্য থাকা আবশ্যক সেগুলো থাকতে হবে।
১২.	মামলার আবেদনপত্রে ধারা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি না?	মামলার আবেদপত্রে ধারা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।
১৩.	প্রতিবাদী একাধিক হলে সকলের পূর্ণ ঠিকানা লেখা দরকার আছে কিনা?	লিখতে হবে।
১৪.	মামলার আবেদন ফর্মে ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে তফসিলের স্থানে কি লিখতে হবে?	কিছুই উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তফসিল শুধুমাত্র দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১৫.	আবেদন গ্রহণের সাথে ফি গ্রহণ করতে হবে কিনা?	ফি গ্রহণ করতে হবে।
১৬.	ফিস বা জরিমানার রশিদের অংশ নথির সাথে থাকবে না মুড়ি বইয়ে রাখা হবে?	নথির সাথে থাকবে।
১৭.	ফিস বা জরিমানা রশিদের ক্রমিক নং অর্থ বছরের ক্রমিক নং হবে নাকি ইংরেজি ক্যালেন্ডার মাস অনুযায়ী হবে?	জানুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে ক্রমিক নম্বর শুরু হবে।
১৮.	ফি রসিদে চেয়ারম্যান ছাড়া স্বাক্ষর কে প্রদান করতে পারেন?	অন্য কেউ পারেন না। শুধুমাত্র ইউপির চেয়ারম্যান তথা গ্রাম আদালত চেয়ারম্যান।
১৯.	ফিস বা জরিমানা রেজিস্টারের ৭ নং কলামে ইউপি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর আবেদন গ্রহনের তারিখে হবে না সাপ্তাহিক হবে?	যেভাবেই স্বাক্ষর গ্রহন করা হউক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।
২০.	আবেদনপত্র নাকচ হলে করণীয় কি?	বিধি-৪ অনুযায়ী আবেদনপত্রের উপর অথবা আদেশ নামায় আবেদন নামঞ্জুর সংক্রান্ত চেয়ারম্যানের আদেশ লিখতে হবে এবং আবেদনকারীকে মূল আবেদন পত্র ফেরত দিতে হবে। আদেশে অবশ্যই নাকচের যথাযথ কারণ উল্লেখ করতে হবে [বিধি ৩ (১)]।
২১.	আবেদন নাকচ হলে আবদনকারী ফিস-এর টাকা ফেরত পাবে কিনা?	ফিস-এর টাকা পাবে না।

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
২২.	ফৌজদারী অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদন নাকচ হলে কার বরাবর রিভিশন করা যাবে?	গ্রাম আদালত বিধি ৫ (১) এর বিধান অনুযায়ী কোন আবেদন নাকচ হওয়ার তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ এর ৪ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক পুনর্বিচারের জন্য যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে দাখিল করতে হবে।
২৩.	চেয়ারম্যান সাময়িক অনুপস্থিত থাকলে আদেশনামায় স্বাক্ষর কে করবেন?	গ্রাম আদালত গঠনের পূর্ব থেকে চেয়ারম্যান সাময়িক অনুপস্থিত থাকলে 'চেয়ারম্যান প্যানেলের মধ্য থেকে যিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন' সে সদস্য স্বাক্ষর করবেন। গ্রাম আদালত গঠনের পরে হলে ঐ আদালতের ইউপি সদস্যগণের মধ্যে একজন স্বাক্ষর করতে পারেন।
২৪.	কখনো কখনো ইউপি চেয়ারম্যান সাত দিনের বেশী সময় আদেশনামায় দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে করণীয় কি?	কোনভাবেই সাত দিনের বেশী সময় দেয়া বিধিসম্মত নয় (বিধি ১৪ (১)। এক্ষেত্রে কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৭ দিন পর পরবর্তী সাতদিনের জন্য সময় দেয়া যেতে পারে।
২৫.	আদেশ নামায় চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর সুনির্দিষ্ট কোথায় হবে?	প্রত্যেক আদেশের শেষে আদেশনামায় চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।
২৬.	আদেশনামায় বাদী না হয়ে আবেদনকারী লেখা যাবে কি না?	লেখা যাবে।
২৭.	আদেশনামায় আদেশ লেখা গ্রাম আদালতের বিচারকের জন্য বাধ্যতামূলক কিনা?	বিধিমালা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নয়। তবে গ্রাম আদালত প্রকল্প কর্তৃক যেহেতু সরকার অনুমোদিত আদেশনামার প্রচলন করা হয়েছে সেহেতু প্রকল্পাধীন ইউপিতে ইহা বাধ্যতামূলক। তদুপরি যে কোন বিচারে আদেশনামায় আদেশ লেখা একটি প্রচলিত প্রথা। এটা অনুসরণ করা সমীচীন হবে।
২৮.	১নং ফরমের মামলার রেজিস্টারের ২ নং কলামে উচ্চ আদালত থেকে ফেরতকৃত মামলার ক্ষেত্রে জি আর মামলা নম্বর না ভিসি মামলা নম্বর বসাতে হবে?	গ্রাম আদালতের মামলা নম্বর বসবে তবে জি আর নম্বর মন্তব্য-এর কলামে লিখতে হবে।
২৯.	সদস্য মনোনয়নের পর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মামলার রেজিস্টারের ৬, ৭ নং কলামে করণীয় কি?	লাল কালি দিয়ে কেটে পরিবর্তিত নাম লিখতে হবে। মন্তব্যের কলামে এ সম্পর্কিত আদেশের তারিখ লিখতে হবে।
৩০.	মামলার রেজিস্টারে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের কলাম পূরণের পর কোন কারণে চেয়ারম্যান পরিবর্তন হলে কলাম পূরণে করণীয় কি?	সদস্য পরিবর্তনের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। তবে মন্তব্যের কলামে আদেশের তারিখ উল্লেখ করতে হবে।
৩১.	মামলার রেজিস্টারে ৯নং কলামের আদালতের মূল্যায়ন কথাটা সুস্পষ্ট নয়	আদালতরে মূল্যায়ন বলতে বিরোধের বিষয়বস্তু জমি হলে জমির মূল্য ও পরিমাণ; টাকা আদায়ের মামলা হলে টাকার পরিমাণ; কোন জিনিস চুরি হলে ঐ জিনিসের মূল্য; ক্ষতি হলে ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি।

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
৩২.	আদালত গঠনের পর আপোষ হলে কোথায় লিখতে হবে?	আপোষনামা গ্রহণ করতে হবে এবং মামলার রেজিস্টারের মন্তব্যের কলামে লিখতে হবে।
৩৩.	নতুন বছর শুরু হলে নতুন করে ক্রমিক নং ও সাল লিখতে হবে কিনা এবং স্মারক নং কি নতুন হবে?	নতুন বছর শুরু হলে অবশ্যই নতুন নম্বর দিয়ে শুরু করতে হবে।
৩৪.	প্রতিবাদী বা আবেদনকারী একাধিক হলে তাদের নাম ঠিকানা কোথায় লিখতে হবে?	আবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে এবং মামলার রেজিস্টারে লিখতে হবে।
৩৫.	প্রতিবাদী সমন পেয়ে না আসলে জরিমানা করা যাবে কিনা?	ধারা ১০ (২) এর বিধান মোতাবেক জরিমানা করা যাবে। তবে প্রতিবাদীর ক্ষেত্রে জরিমানা না করে মামলা একতরফাভাবে নিস্পত্তি করা যেতে পারে [বিধি ১৬ (১)]।
৩৬.	সমন জারির সময় গ্রাম পুলিশকে আক্রমণ করলে করণীয় কি?	গ্রাম আদালত আইন অনুযায়ী গ্রাম পুলিশ কর্তৃক সমন জারী একটি সরকারী কাজ। তাই সমন জারীকালে গ্রাম পুলিশকে আক্রমণ সরকারী কাজে বাধা প্রদান-এর শামিল। প্রয়োজনে গ্রাম পুলিশ গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। এছাড়াও আক্রমনের শিকার গ্রাম পুলিশ সরকারী কাজে বাধা প্রদানের অভিযোগ এনে থানায়ও মামলা করতে পারেন।
৩৭.	প্রতিবাদীর প্রতি সমন প্রদানের ক্ষেত্রে স্মারক নং প্রযোজ্য হবে কিনা?	স্মারক নং প্রদানের প্রয়োজন নাই।
৩৮.	প্রতিবাদীর অনুপস্থিতির কারণে সর্বোচ্চ কয়বার সমন দেয়া যাবে?	প্রতিবাদীর অনুপস্থিতির কারণে ১ম বার সমন জারীর পর তা তামিল না হলে আদেশনামায় বিষয়টি উল্লেখ করে ২য় বার সমন ইস্যু করতে হবে এবং ঐ আদেশে উল্লেখ থাকবে প্রতিবাদীকে না পেলে সংশ্লিষ্ট জারিকারক বিধি ৮(৬) অনুসারে প্রতিবাদীর বাড়ির দরজায় সমন লটকে জারি করবেন ।
৩৯.	প্রতিবাদী ৭-৮ জন হলে সমন ইস্যু ও জারির প্রক্রিয়া কি?	প্রত্যেক প্রতিবাদীর জন্য সমন ইস্যু হবে। সকল প্রতিবাদী একই পরিবারের হলে একাধিক সমনের প্রয়োজন নেই। সমন জারি একই পদ্ধতিতে হবে।
৪০.	প্রতিবাদীর প্রতি সমনের ফরমে স্মারক-এর ঘর নেই।	স্মারক নম্বর লেখার প্রয়োজন নেই।
৪১.	একের অধিক প্রতিবাদী হলে স্মারক নং পৃথক হবে কিনা?	দরকার নেই। দিলেও ক্ষতি নেই।
৪২.	মামলার স্লিপ একাধিক ব্যবহার করা যাবে কি না?	যাবে, যতবার প্রয়োজন হবে।
৪৩.	মামলার হাজিরা ফরমে আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর একই পাতায় আলাদাভাবে হাজিরা নেয়া যাবে কিনা?	আবেদনকারী ও তার সাক্ষীর জন্য একটি এবং প্রতিবাদী ও তার সাক্ষীর জন্য অন্য একটি ফরম ব্যবহার করতে হবে।

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
৪৪.	৩৩ বিধি অনুযায়ী নিষ্পত্তি হলে কোন্ রেজিস্টারে বা ফরমে লিখতে হবে কিনা?	মামলা রেজিস্টারের মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করতে হবে।
৪৫.	সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা ফরমে আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর বিস্তারিত ঠিকানা না দিয়ে শুধু নাম ও স্মারক ব্যবহার করা যাবে কিনা?	বিস্তারিত ঠিকানা, নাম ও স্মারক নং ব্যবহার করতে হবে।
৪৬.	সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর নিশ্চিত করার উপায় কি?	চেয়ারম্যান-এর স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই তবে আদালতে গ্রহণ করার পর সীলমোহর ব্যবহার করতে হবে।
৪৭.	প্রতিবাদী একাধিক থাকলে সদস্য মনোনয়নের জন্য সকলকে নির্দেশনামা দিতে হবে কিনা?	গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ এর ৫ (৩) ধারা অনুযায়ী বিবাদের কোন পক্ষে যদি একাধিক ব্যক্তি থাকেন, তবে চেয়ারম্যান উক্ত পক্ষভূক্ত ব্যক্তিগণকে তাদের পক্ষের জন্য ২ জন সদস্য মনোনীত করতে আহ্বান জানাবেন এবং যদি তারা অনুরুপ মনোনয়ন দানে ব্যর্থ হন তবে তিনি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে হতে যে কোন একজনকে সদস্য মনোনয়ন করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং তদানুযায়ী অনুরুপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সদস্য মনোনয়ন করবেন।
৪৮.	গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন ফরমে সূত্রঃ মামলা নং..... তারিখ এবং নিচের তারিখ এর মধ্যে পার্থক্য কি?	নতুন প্রণীত ফরমে সূত্র নং নেই। উপরের তারিখটি মামলার তারিখ এবং নিচের তারিখটি সাক্ষরের তারিখ।
৪৯.	উভয়পক্ষ কোন প্রতিনিধি মনোনয়নে ব্যর্থ হলে কি করা যাবে?	ধারা ৫ (৫) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
৫০.	প্রতিবাদী বা আবেদনকারী রক্তের সম্পর্কের কিংবা নিকট আত্নীয় কারো নাম সদস্য মনোনয়নের জন্য প্রস্তাব করতে পারবে কি?	গ্রাম আদালত আইন বা বিধিমালায় এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বিধান নেই। তবে ন্যায় নীতি ও সুবিচারের স্বার্থে এরুপ মনোনয়ন ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক গ্রহণ করা উচিৎ হবে না।
৫১.	প্রতিনিধি মনোনয়নে চেয়ারম্যানের অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ বন্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা আছে কি না?	ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ধারা ১৬ (১) এর বিধান অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ পক্ষ মামলা স্থানান্তরের আবেদন করতে পারে। অথবা ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় ক্ষেত্রে ধারা ৫ (২) ও বিধি ১২ (১) এর বিধান অনুযায়ী ইউপি চেয়ারম্যান যাতে তার এরুপ আচরণের কারণে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান না থাকতে পারেন সে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।
৫২.	সদস্য উপস্থিতির অনুরোধ পত্র যাকে দেয়া হচ্ছে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে না	প্রয়োজন নেই।
৫৩.	ডাকযোগে চিঠি প্রেরণ হলে রেজিস্টার এর স্বাক্ষর কলামে কার স্বাক্ষর হবে? ডাক বিভাগের ডকুমেন্ট কোথায় সংরক্ষিত হবে?	গ্রাম আদালতের মামলা সংক্রান্ত হলে ইউপি সচিব বা আদালত সহকারী স্বাক্ষর করে চিঠি গ্রহণ করতে পারেন এবং এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংশ্লিষ্ট মামলার নথিতে রাখা যেতে পারে।
৫৪.	চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে প্যানেল চেয়ারম্যান গ্রাম আদালত পরিচালনা করতে পারবেন কিনা?	ধারা ৫(২), বিধি ১২ মোতাবেক চেয়ারম্যান ছুটি বা অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত থাকায় গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হওয়ায় এই গ্রাম আদালতের সদস্য নন এমন

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
		ইউপি সদস্যকে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান করার বিধান আছে।
৫৫.	লিখিত আপত্তি দাখিলের বিষয়টি প্রতিবাদী কিভাবে জানতে পারবেন ?	আদেশনামায় উল্লেখ থাকলেই যথেষ্ট। লিখিত কোন নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতিবাদী নিজ উদ্যোগে জেনে নেবেন।
৫৬.	একাধিক সাক্ষীর ভিন্ন ঠিকানা থাকলে সমন ইস্যুকারীর করণীয় কি?	প্রত্যেক সাক্ষীর নামে সমন ইস্যু করতে হবে।
৫৭.	সাক্ষীর প্রতি সমনে স্মারক নং উল্লেখ নেই	প্রয়োজন নেই। ইচ্ছা করলে উল্লেখ করা যেতে পারে।
৫৮.	সাক্ষীর প্রতি সমনে আবেদনকারীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে আছে কিন্তু প্রতিবাদীর নাম উল্লেখ করার দরকার ছিল কিনা?	প্রতিবাদীর নাম উল্লেখের স্থান রয়েছে।
৫৯.	সাক্ষীর প্রতি সমনের নিচের অংশে সাল, মাস, তারিখ কেন উল্লেখ করা হচ্ছে?	নীচে যে তারিখ লেখা হয় তা ইস্যুর তারিখ হিসাবে গণ্য হবে।
৬০.	গ্রাম আদালতের শুনানীতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বা দাবী সত্য প্রমাণিত না হলে কি আদেশ হবে?	আদেশনামা, ডিক্রি রেজিস্টার, ডিক্রি ফরম ও মামলা রেজিস্টারে উল্লেখ করতে হবে "দোতরফা বা একতরফা সূত্রে মামলাটি খারিজ করা হলো"।
৬১.	শুনানীর দিন প্রতিবাদী উপস্থিত হয়ে সদস্য মনোনয়ন করতে চাইলে সেক্ষেত্রে করণীয় কি?	ধারা ৫ উপধারা (১) ও (৫) এবং বিধি ১০ প্রযোজ্য হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদী সদস্য মনোনীত না করলে এরুপ সদস্য ব্যতীতই গ্রাম আদালত গঠিত হবে এবং নির্ধারিত সময়ের পর প্রতিবাদী সদস্য মনোনীত করতে পারবে না। তবে সাক্ষ্য দাখিলসহ আদালতের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৬২.	শুনানীর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উভয়পক্ষ হাজির হয়ে ঐদিনই নিষ্পত্তি করতে চাইলে করণীয় কি?	উভয়পক্ষ যৌথভাবে ১টি আপোষনামা দাখিল করবে যাতে উভয়পক্ষের স্বাক্ষর থাকবে এবং আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয়ের বক্তব্যের সারাংশ লিপিবদ্ধ করতে হবে যেখানে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয়েই বলবেন যে, মামলাটি তারা আপোষনামামূলে নিষ্পত্তি চান। ৪ নং ডিক্রী বা আদেশের ফরমে লিখতে হবে যে আপোষনামামূলে মামলাটি ডিক্রী বা খারিজ হয়েছে এবং আপোষনামাটি ডিক্রীর একাংশ হিসেবে গণ্য হবে। প্রয়োজনে আদেশনামায় একই দিনে একাধিক আদেশ লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে যেমন: একটি আদেশে থাকতে পারে যে, অদ্য শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। উভয়পক্ষ হাজির হয়ে আপোষনামা দাখিল করেছে এবং আপোষনামামূলে মামলাটি নিষ্পত্তি চেয়েছে। পরবর্তী আদেশে থাকতে পারে যে, "মামলাটি আপোষনামামূলে নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হলো। উভয়পক্ষের বক্তব্যের সারাংশ লিপিবদ্ধ করা হলো। অদ্য আবেদনপত্রখানি চুড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অত্র গ্রাম আদালত সমক্ষে উপস্থিত হওয়ায় আমরা সর্বসম্মতিক্রমে আদেশ প্রদান করছি যে, আপোষনামামূলে মামলাটি ডিক্রী বা খারিজ হয়েছে এবং আপোষনামাটি ডিক্রীর একাংশ হিসাবে গণ্য হবে।"

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
৬৩.	শুনানীর দিন আবেদনকারী বা প্রতিবাদীর অবর্তমানে পক্ষদ্বয়ের মনোনীত কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য দিতে পারবেন কিনা এবং সময় প্রার্থনা করতে পারবেন কিনা?	পর্দানশীল বা বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি, এই তিন ক্ষেত্র ছাড়া পক্ষদ্বয়ের পক্ষে কেউ বক্তব্য দিতে পারবেন না, কিন্তু সময় প্রার্থনা করতে পারবেন {ধারা ১৫ এবং বিধি ১৪ (১)} (মোবাইল ফোনেও সময় প্রার্থনা করতে পারবেন তবে সেটা আদেশনামায় উল্লেখ থাকতে হবে) ।
৬৪.	আবেদনকারীর প্রার্থীত প্রতিকার ২৫,০০০/-। কিন্তু শুনানীর দিন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় মামলার বিষয়বস্তুর মূল্যমান ৩০,০০০/- হাজার টাকা। এক্ষেত্রে করণীয় কি?	মামলাটি এখতিয়ার বহির্ভূত বিধায় মামলটির সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না। আদেশনামায় খারিজ/বাতিল লেখা যাবে না। আদেশনামায় উল্লেখ করতে হবে যে, মামলাটি এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ায় যথাযথ আদালতে মামলাটি দায়েরের জন্য আবেদনপত্র ফেরত দেয়া হল (নথিটি সংরক্ষণ করতে হবে আবেদনপত্রের অনুলিপিসহ)।
৬৫.	শুনানী চলাকালীন সময়ে সাক্ষীদের সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণ করা হবে? হলফনামা পাঠ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক কিনা?	আবেদনকারী বা প্রতিবাদীর বক্তব্য উপস্থাপনের সময় সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাক্ষীগণকে আদালত কক্ষের বাহিরে অবস্থান করতে হবে। প্রথমে আবেদনকারীর বক্তব্য অতঃপর আবেদনকারীর পক্ষের অন্যান্য সাক্ষীর বক্তব্যের সারাংশ লিপিবদ্ধ করতে হবে। তারপর প্রতিবাদীর বক্তব্য ও তার পক্ষের অন্যান্য সাক্ষীর বক্তব্যের সারাংশ লিপিবদ্ধ করতে হবে [বিধি ১৪ (২)]। হলফনামা পাঠ বা শপথ গ্রহণ প্রত্যেক সাক্ষীর জন্য বাধ্যতামূলক [বিধি ১৪ (২)]।
৬৬.	প্রতিবাদী ৩ জনের মধ্যে ১ জন উপস্থিত এবং ২ জন অনুপস্থিত থাকলে বিচার প্রক্রিয়া কি হবে?	প্রতিবাদী ৩ জনের মধ্যে ১ জন উপস্থিত এবং ২ জন অনুপস্থিত থাকলে ১ জনের প্রতি দুতরফা সূত্রে এবং বাকী ২ জনের বিরূদ্ধে একতরফা সূত্রে মামলা নিস্পত্তি হবে।
৬৭.	গ্রাম আদালত গঠনের পর প্যানেল-এর কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা যাবে কী না?	ধারা ৫-এর উপধারা (১) ও (৫)-এর বিধান অনুসারে গ্রাম আদালত গঠিত হবার পর মামলার শুনানীর সকল পর্যায়ে সকল সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতিতে মামলার শুনানী করা আইনসম্মত হবে না।
৬৮.	বিবাদের কোন এক পক্ষের যোগসাজশে যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঐ পক্ষের মনোনীত গ্রাম আদালতের সদস্যরা মামলার শুনানীর দিন ধারাবাহিকভাবে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে করণীয় কি?	ফৌজদারী মামলা হলে ধারা ১৬ (১) এর বিধান অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ সংশ্লিষ্ট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি স্থানান্তরের দরখাস্ত দিতে পারেন।
৬৯.	শুনানী সর্বোচ্চ কতবার মূলতবী রাখা যাবে?	সুনির্দিষ্ট করে আইনে বলা নেই। তবে গ্রাম আদালত গঠণের লক্ষ্য, স্বল্প সময়ে মামলা নিস্পত্তি যেন ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।
৭০.	জমির মূল্যমান কিভাবে নির্ধারণ করতে হবে? জমির পরিবর্তে টাকার ডিক্রী হলে এবং সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর আপত্তি থাকলে করণীয় কি?	সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক অঞ্চল ভিত্তিক প্রণীত মূল্য তালিকা সংগ্রহ করে জমির মূল্যমান নির্ধারণ করতে হবে। ডিক্রী যদি ৩:২ ভোটে হয় সেক্ষেত্রে আপীল চলবে। তবে সর্বসম্মতিক্রমে বা ৪:১ অথবা চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে ৩:১ ভোটে ডিক্রী হলে তা হবে পক্ষগণের উপর বাধ্যকর এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী তা কার্যকর হবে।

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
৭১.	সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পক্ষদ্বয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন নিয়ম আছে কি না? অন্য সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব না দিয়ে চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন কিনা?	সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পক্ষদ্বয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করার কোন বিধান নেই। চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট রয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল সদস্যের মতামতের সমান গুরুত্ব রয়েছে। অন্য সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব না দিয়ে চেয়ারম্যান এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না [ধারা ৮(১)]।
৭২.	প্রতিবাদী বা আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র গ্রাম আদালত চেয়ারম্যান কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কি আপীল করা যাবে? কোন কারণে আবেদন নাকচ হলে আবেদনকারীকে মূল আবেদন, আদেশনামাসহ ফেরত দিলে অফিস পর্যায়ে তার কোন কপি সংরক্ষণ করতে হবে কিনা?	গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক এককভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত বেআইনী হবে এবং এরুপ সিদ্ধান্ত গ্রাম আদালত আইন অনুযায়ী কার্যকর করা যাবে না। আবেদন নাকচ হলে গ্রাম আদালতে কোন অনুলিপি সংরক্ষনের প্রয়োজন নেই (বিধি-৪)।
৭৩.	ডিক্রি বা আদেশ ফর্মে সিদ্ধান্ত লেখার ক্ষেত্রে জায়গা সংকুলান না হলে অপর পৃষ্ঠা অথবা আলাদা ফরম ব্যবহার করা যাবে কিনা?	প্রয়োজনে সাদা কাগজ ব্যবহার করা যাবে তবে গ্রাম আদালতের সীল মোহর ও স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হবে।
৭৪.	ডিক্রি বা আদেশের অনুলিপি আবেদনকারী বা প্রতিবাদীকে নকল উত্তোলনের ফি ছাড়া প্রদান করা যাবে কিনা?	যাবে না। নকলের আবেদন করলে ২৪ বিধির বিধান অনুযায়ী ফিস আদায় সাপেক্ষে নকল সরবরাহ করা যাবে।
৭৫.	ডিক্রীর ক্ষেত্রে বিচারকদের মতের ভিন্নতা কিভাবে পরবর্তীতে চিহ্নিত করা যাবে?	আদেশ নামায় উল্লেখ করা যেতে পারে।
৭৬.	ডিক্রী রেজিস্টারে উচ্চ আদালতে মামলা হস্তান্তরের কোন কলাম নেই কেন?	প্রয়োজন নেই। মামলা হস্তান্তর করার প্রয়োজন হলে তা করতে হয় আদেশ বা ডিক্রী প্রদানের পূর্বে।
৭৭.	৮ ও ৯ নং ফরম ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর হবে নাকি ইউপি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর হবে?	গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান-এর স্বাক্ষর হবে।
৭৮.	১১ নং ফরম ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর হবে কি?	হবে।
৭৯.	গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে ১০ নং কলাম-এ শুধু নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ যথেষ্ট কিনা?	যথেষ্ট।
৮০.	ক্ষতিপূরণের রেজিস্টারে (অর্থ লেন-দেন) কিস্তিতে টাকা দিলে প্রতিবার এন্ট্রি দেবার সিস্টেম কি?	তারিখ উল্লেখ পূর্বক লেখা।
৮১.	দেওয়ানী মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কি?	ধারা ৯ (৪) মোতাবেক দেওয়ানী মামলার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে (এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতের নিকট সিদ্ধান্ত

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
		বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করে সাদা কাগজে অনুরোধপত্র পাঠাতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৮ নং ফরমের লেখা প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ অনুসরণ করা যেতে পারে)।
৮২.	সিদ্ধান্ত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়ভার কার উপর বর্তায়। ইউপি চেয়ারম্যান নাকি গ্রাম আদালত চেয়ারম্যান?	গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের উপর।
৮৩.	মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বে প্রতিবাদীর জেল হলে করণীয় কি?	ক্ষতিপূরণের অর্থ অনাদায়ী থাকলে সার্টিফিকেট মামলা করা যেতে পারে [ধারা ৯ (৩)]। ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে অন্যভাবে দাবী মিটানোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিষয়টি এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে উপস্থাপন করতে হবে [ধারা ৯ (৪)]।
৮৪.	মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গ্রাম আদালতের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় করণীয় কি?	ধারা ৯ এর বিধান মতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে আইনানুযায়ী গ্রাম আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করলে বাস্তব সীমাবদ্ধতা অনেকটা অতিক্রম করা যাবে।
৮৫.	দেওয়ানী মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে, যেমন: জমির দখল পুনরুদ্ধারের মামলায় আবেদনকারীকে জমির দখল ফেরত দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদী আবার আবেদনকারীকে ঐ জমি থেকে বেদখল করলে আবেদনকারীর করণীয় কি?	আবেদনকারী আবারো গ্রাম আদালতে মামলা করতে পারবে।
৮৬.	গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সময় অতিক্রম হওয়ার পর পুনরায় সময় দেয়া যাবে কিনা?	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত সময় দেয়া যাবে (বিধি-২২)।
৮৭.	সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আংশিক ক্ষতিপূরণ আদায় করার পর প্রতিবাদী এলাকা ছেড়ে চলে গেলে করণীয় কি?	সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে [ধারা ৯ (৩)]।
৮৮.	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পর আবেদনকারী ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ না করলে করণীয় কি?	ক্ষতিপূরণ হলে আবেদনকারী লিখিতভাবে সে ক্ষতিপূরণের অর্থ নিবে না জানালে উক্ত অর্থ ইউপি তহবিলে জমা রাখা যাবে।
৮৯.	সিদ্ধান্ত হওয়ার পর চেয়ারম্যানকে হুমকি দিলে করণীয় কি?	চেয়ারম্যান নিজেই গ্রাম আদালতে মামলা করতে পারবেন।
৯০.	অনেক সময় সার্টিফিকেট মামলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দীর্ঘদিন ফেলে রাখেন। এক্ষেত্রে করণীয় কি?	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা। উপজেলা গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি ও জেলা গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা যেতে পারে।
৯১.	সার্টিফিকেট মামলা করতে কি কি তথ্য প্রদান করতে হবে?	শুধুমাত্র অর্থ আদায় ফরম ৮ নং ফরম পূরণ করে প্রেরণ করতে হবে।
৯২.	ইউএনও-এর কাছে ক্ষতিপূরণ আদায়ের	গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় বিষয়টি উত্থাপন

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
	জন্য প্রেরিত সার্টিফিকেট মামলায় সময়মত সার্টিফিকেট জারি না করলে করণীয় কি?	করা যেতে পারে।
৯৩.	সংশ্লিষ্ট পক্ষের আর্থিক সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মামলার কোর্ট ফি কিভাবে প্রদান করা যেতে পারে?	সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।
৯৪.	১নং রেজিস্টারের ৮নং কলামে ইউপি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর নেয়া যাবে কিনা?	স্বাক্ষর নেয়া যাবে না।
৯৫.	ক্ষতিপূরণের অর্থ ৫০০/= টাকার উপরে আদায় হলে অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প প্রয়োজন হবে কিনা?	রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প লাগবে না।
৯৬.	উচ্চ আদালত হতে আসা মামলার ক্ষেত্রে মামলা রেজিস্টারের ২নং কলামে জি.আর অথবা সি আর নম্বর লিখা বাধ্যতামূলক কিনা?	মন্তব্যের কলামে জি আর অথবা সি আর নং লিখতে হবে।
৯৭.	গ্রাম আদালতের ষান্মাষিক রিটার্ণ ফর্মে ৩ ও ৫ নং এর মধ্যে পার্থক্য কি?	নিষ্পন্ন অর্থ সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়েছে আর নিষ্পত্তির অর্থ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি বা আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে।
৯৮.	বাতিল বা খারিজ হওয়া মামলার হিসাব ষান্মাষিক রিটার্ণ প্রতিবেদন-এ আসবে কিভাবে?	নিষ্পত্তির কলামে যোগ হবে।
৯৯.	দন্ডবিধি ৫০৯ ধারার বিচার গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে কিনা?	করা যাবে। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ডিক্রী প্রার্থনা করতে পারে।
১০০.	জরিমানা আদায় পদ্ধতি কি?	সমন অমান্য করা বা গ্রাম আদালতের অবমাননার জন্য জরিমানা করা হলে এবং তা পরিশোধ না করা হলে উহা আদায়ের জন্য এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সুপারিশ করা যাবে এবং তিনি ফৌজদারী কার্যবিধি মোতাবেক উক্ত জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করবেন [ধারা ১২]।
১০১.	ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অন্যভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিষয়টি কিভাবে এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে উপস্থাপন করা যায়? এ ক্ষেত্রে কোন ফরমেট ব্যবহার করা যায় কী না?	ধারা ৯ (৪) বিধান অনুসারে উপস্থাপন করতে হবে। অর্থ আদায় ফরম (৮ নং ফরম) প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা সাদা কাগজে গ্রাম আদালতের সিলমোহর ব্যবহার করে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরসহ অনুরোধপত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।
১০২.	বেদখল হওয়া জমি পুনরুদ্ধার করতে গ্রাম আদালতে মামলা করা যায়, কিন্তু আইনানুযায়ী গ্রাম আদালত স্বয়ং তা উদ্ধার করতে পারে না।	ধারা ৯ (৪) বিধান অনুসারে এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে।

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
	এ ক্ষেত্রে করনীয় কি?	
১০৩.	চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতির কারণে বিচার কার্যের দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনে করণীয় কি?	ধারা ৫ (২) ও বিধি ১২ (১) এর বিধান অনুসরণ করে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানকে অপসারণের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা যেতে পারে। চলমান মামলার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান কোন কারণে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলে সেক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান নিয়োগের জন্য ইউএনও বরাবরে আবেদন করতে হবে। নতুন মামলার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্যানেলের সদস্য যিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকবেন তিনি গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ইউপি চেয়ারম্যান ছুটি হতে ফিরে আসলে পুনরায় গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন।
১০৪.	৩:০ বা ২:১, ২:২ কিংবা ১:০ ভোটের অনুপাতে সিদ্ধান্ত দেয়া হলে আপীল করা যাবে কি না?	৮ (২) ধারা-এর বিধান অনুসারে গ্রাম আদালতের যে সিদ্ধান্ত ৩:২ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয় কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল করতে পারে। অন্য কোন ক্ষেত্রে আপীল করার কোন বিধান নেই।
১০৫.	উপজেলায় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্যমান থাকলে সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মামলা কার নিকট প্রেরণ করা হবে?	৯ (৩) ধারা অনুসারে সার্টিফিকেট মামলার জন্য ইউএনও উপজেলা পর্যায়ে একমাত্র সার্টিফিকেট অফিসার। অতএব ইউএনও বরাবরই সার্টিফিকেট মামলা করতে হবে।
১০৬.	জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতিতে জরিমানা আদায় করা যাবে?	১২ ধারার বিধানমতে আদায় করতে হবে।
১০৭.	নকল সরবরাহের নিয়ম কি?	বিধি-২৪ অনুযায়ী নকল সরবরাহ করতে হবে। (হাতে লিখে, কম্পিউটার প্রিন্ট, টাইপ, ফটোকপি করে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ও গ্রাম আদালতের সীলমোহর অবশ্যই দিতে হবে)
১০৮.	হাঁস ও মুরগী অনিস্ট সাধন করলে মামলাটি কোন শ্রেণীভূক্ত হবে?	দ্বিতীয় তফসিলের ৪নং ক্রমিকে বর্ণিত দেওয়ানী মামলা হিসেবে আবেদনপত্রটি রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে হবে।
১০৯.	গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের হতে মামলার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত কতদিন সময় লাগতে পারে?	পদ্ধতিগত ভাবে সাধারণত ১৮ দিন (বিধি ৮, ১০ ও ১৩)।
১১০.	নিষ্পত্তি ও নিষ্পন্ন বলতে কি বুঝায়?	নিষ্পত্তি অর্থ সিদ্ধান্ত হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। নিষ্পন্ন অর্থ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।
১১১.	ধারা ৯ (৪) মোতাবেক ''যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে অন্য কোন প্রকারে দাবী মিটানো সম্ভব"। এক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকার বলতে কি বুঝায়?	স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়া বা তফসিলে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের আদেশ।
১১২.	ধারা ৮ (১) এর বিধানমতে গৃহীত সিদ্ধান্ত পক্ষগণের উপর বাধ্যকর বলতে কি বুঝায়?	বাধ্যকর বলতে বুঝায় এরুপ সিদ্ধান্ত এ আইনের বিধানমতে কার্যকর হবে এবং এধরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা যাবে না।

ক্রঃ নং	প্রশ্নসমূহ	সমাধান
১১৩.	ক্ষতিপূরণের অর্থ আবেদনকারী কিভাবে নিতে পারবেন?	ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে হবে (বিধি ৩৪)।
১১৪.	সাক্ষীর জবানবন্দির ক্ষেত্রে কি কি বিষয় উল্লেখ থাকবে?	সাক্ষীর বয়স, তারিখ, স্থান, সময় উল্লেখসহ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকতে হবে।
১১৫.	দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে কতদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে তার দিক নির্দেশনা আছে কি না?	সাধারণ ক্ষেত্রে ১৮-৩০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। তবে আইনে নির্দিষ্ট করে বলা নেই।
১১৬.	কোন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান কোন স্বাভাবিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিংবা কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গ্রাম আদালতে প্রতিকার চাইতে পারবে কি?	উক্ত প্রতিষ্ঠান আইনানুগ ব্যক্তি হলে সে প্রতিষ্ঠান মামলা করতে পারবে এবং সে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে।
১১৭.	সীমানা নির্ধারণী মামলায় জমির আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ প্রয়োজন আছে কি না?	জমির সীমানা নির্ধারণী মামলা গ্রাম আদালতের অধিক্ষেত্রভুক্ত নয় বিধায় এরুপ মামলা নেয়া যাবে না।
১১৮.	পল্লী বিদ্যুতের তার (কেব্‌ল) কোন ব্যক্তি তার বাড়ির উপর দিয়ে নিতে না দিলে গ্রাম আদালতে মামলা করার এখতিয়ার আছে কি না?	এখতিয়ার নেই।
১১৯.	কোন ব্যক্তির গাছের ডাল অন্য ব্যক্তির সীমানায় চলে গেলে ডাল কাটলে কিংবা ফল খেয়ে ফেললে গ্রাম আদালতে মামলা করা যাবে কি না?	এক্ষেত্রে সমুদয় ক্ষতির পরিমান গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ এর আর্থিক এখতিয়ারভূক্ত হলে মামলা করা যাবে।

European Union

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

www.villagecourts.org

UNDP

Empowered lives.
Resilient nations.